SALTORA NETAJI CENTENARY COLLEGE
BANKURA UNIVERSITY
তমসো মা জ্যোতির্গময়
SALTORA, BANKURA

ই-সুভাষিত

শারদীয়া ২০২২

সম্পাদকীয়

বহমান কাল ধরে পৃথিবীকে অশুভ শক্তির হাত থেকে বাঁচাতে আমরা আরাধনা করেছি পরম মঙ্গলময়ের। আনন্দ আর উদ্বেগের মধ্য দিয়ে এই যে নিরন্তর বয়ে চলেছে অনন্ত জীবন প্রবাহ, তার প্রতিটি বাঁকে পৃথিবী সাজিয়ে রেখেছে পর্যাপ্ত আনন্দ-আয়োজন। সে আনন্দে অবগাহন করে আমরা সঞ্চয় করে নিই আগামীর প্রাণশক্তি। বিগত দুটি বছরের ভয়ংকর অভিজ্ঞতা আমাদের শিখিয়ে দিয়েছে কিছুই নিশ্চিত নয় জীবনে। মানসিক অবসাদের নির্বেদ কিনারায় দাঁড়িয়ে তবু আমরা বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখেছি। জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছি কল্যাণের পথে। সত্যের পথে, সুন্দরের পথে। পেরিয়ে আসা পথ যে খুব মসৃণ ছিল, এমন নয়। আমাদের অদম্য ইচ্ছে শক্তি এবং করুণাময়ের পরম আশীর্বাদে আবারও আমরা উপস্থিত হতে পেরেছি বাঙালির মহান উৎসবের মুখোমুখি। আসলে বন্যা-খরা-মৃত্যু-বিচ্ছেদ কোন কিছুই বাধ সাধতে পারেনি আমাদের এই মহা মিলনে। প্রতিবছরের মতো এবারও আমাদের যাবতীয় শোক ঢাকা পড়ে গেছে মহালয়ার পুণ্য শ্লোকে। প্রকৃতির শুভ্রতা আর উদার মানবতা পুজোর কয়েকটা দিনকে পবিত্র করে তুলবে জানি।

এই পবিত্রতার একটি পালক 'ই-সুভাষিত'। উৎসাহ-উদ্দীপনা আর অনুপ্রেরণার মন্ত্রে দীক্ষিত করতে আমরা শারদীয়া পর্বে প্রকাশ করলাম আমাদের মহাবিদ্যালয়ের প্রথম ই-ম্যাগাজিন। অল্পদিনের আয়োজনে ছোট্ট এই ম্যাগাজিন পুজোর সময় মুঠোয় মুঠোয় ঘুরবে। যাদের স্বপ্নগুলি অক্ষর হয়ে ফুটে উঠলো এই ম্যাগাজিনের পাতায়, তারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। যাদের লেখা সময়ের অভাবে পাপড়ি মেলতে পারল না, তারাও জেনো খুব শিগগির তোমাদের লেখা নিয়ে প্রকাশিত হবে আমাদের মহাবিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী পত্রিকা 'সুভাষিত'। চলো প্রস্তুত হই, নিজেদের স্বপ্নগুলিকে অক্ষর বানিয়ে উড়িয়ে দিই।

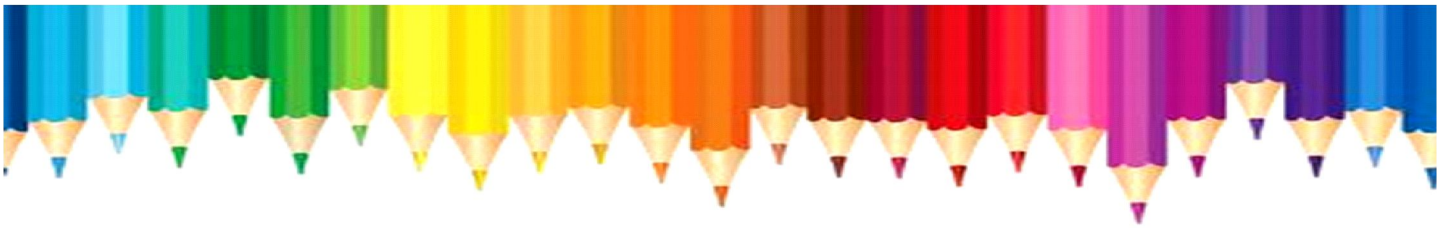

Published By -
Saltora Netaji Centenary college
Saltora,Bankura

Magazine Commitee

Dr. Soumyabrata Bandyopadhyay	Co-Ordinator
Mrs. Sanchita Santra	Member
Mr. Ujjwal Pramanik	Member
Mrs. Mousumi Mandal	Member
Mr. Mrityunjoy Sarkar	Member
Mr. Sujit Das	Member
Mr. Biggan Acharya	Member
Mr. Tapas Paramanik	Member
Mr. Pratyush Mondal	Member
Mr. Mrityunjay Panda	Member
Sankhadeep Maji	Student
Aritra Mukherjee	Student

I am happy to know that our college is going to publish a special issue of e-magazine on the eve of Durga Pujo 2022. It has a great educative value and very useful in this digital world. I am sure this will encourage the students to show their literary competency.

I congratulate the editor and all the members associated with the magazine and my best wishes for its successful publication.

- Principal
Saltora Netaji Centenary College

ॐ असतो मा सद्गमय ।
तमसो मा ज्योतिर्गमय ।
मृत्योर्मा अमृतं गमय ।
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

উমার আগমন

ওরে ও ভাই দেখবি আয়
শরৎ এর সেই খড়ের পুতুল,
যার জন্য আকাশ সাজে
পাখিরা গেয়ে হয় ব্যাকুল।

ওই যে সাজে শরৎ আরও
আকাশ বুকে মেঘ উড়িয়ে,
রাত্রি শেষে চাঁদের দেশে
কে এসেছে রং ছড়িয়ে।

নতুন সবুজ জন্ম দিয়ে
বর্ষা যখন বিদায় নেয়,
নদীর ধারে ঘাসের গায়ে
নকল মেঘে গান বানায়।

পদ্মফুলের কোমল শোভায়
ব্যাস্ত পুকুর রুপচর্চায়,
মাটির গায়ে মাতৃ প্রেমে
আশ্বিন তার দিন বানায়।

মাটি লুকায় শিউলি ফুলে -
ও উমা তুমি আসবে বলে।

- অরিত্র মুখার্জ্জী
ভূগোল বিভাগ
পঞ্চম সেমিস্টার

বিচ্ছেদ

আসবে বলে আর দেখা হয়নি
সেদিন ছিল বিচ্ছেদের এক ক্ষণ
ভালোই ছিলাম জীবনে একাকিনী
কেন যে দিলাম তোমায় আমার মন?
জীবনের সব আলো আজ গেছে নিভে
অন্ধকার ঘরেই আমার বাস
উঠেছিল মন অনেক রঙে সেজে
সবার কি আর মেটে মনের আঁশ
বিচ্ছেদেরই প্রয়োজন ছিল বোধহয়
অনেক খেলেছো ভালোবাসার খেলা
সবকিছুই তো একদিন শেষ হয়
উপস্থিত আজ মোদের বিদায় বেলা।

সুস্মিতা মন্ডল
পঞ্চম সেমিষ্টার
বাংলা বিভাগ

I DON'T WANT FAME

Everyone is burning out
Take a look at them
I'm not so popular, sir!
I don't want fame
Leave me alone for a minute
I Need some peace
I don't have anything
By pressure you can cease.
Your voracity ruined my life
God gave you sin
I'm also a human being
I'm not your bin
Your caress in my body
Heart is my torn !
You are the main cause
Still of my lorn.
This darkness has taken me away
Below to your feet
What else will you do strongmen?
Only my body you can loot.
Oh: strongmen, Oh: strongmen
I'm not a shame
Oh: strongmen, Oh: strongmen
I don't want fame.

- **Akash Das**
Sem - V
Dept. - English

মহামায়ার আগমন

মা যখন আসে আকাশে মেঘ ভাসে

কাশ ফুলের সারি দেখে মনটা নেচে ওঠে

শিউলি ফুলের গন্ধে ব্যাকুল আমার মন,

আর কটা দিন পরেই মা করবে মহিষাসুর নিধন

মন্দিরেতে জোর কদমে চলছে ঠাকুর-গড়া

মাগো তোমার মুখটি বড়ো মায়া-মমতায় ভরা

কাঁসর, শঙ্খ বাজিয়ে হবে মায়ের আগমন

প্রণাম জানিয়ে প্রদীপ জ্বেলে করবো তোমায় বরণ।

- চৈতালী মাজি
বাংলা বিভাগ
পঞ্চম সেমিস্টার

আমাদের দেশ

আমাদের দেশ তারে কত ভালবাসি

সবুজ ঘাসের বুকে শেফালির হাসি,

গাছ মাঠে মাঠে চরে গরু, নদী বয়ে যায়

জেলে ভাই মাছ ধরে মেঘের ছায়ায়।

রাখাল বাঁশি বাজায় কেটে যায় দিন,

চাষা ভাই চাষ করে কাজে নেই অবহেলা।

সোনার ফসল বলে ক্ষেত ভরা ধান,

সকলের মুখে হাসি গান আর গান।

বর্নালী সরেণ
সাঁওতালী বিভাগ
তৃতীয় সেমিস্টার

স্বর্ণপদক জয়ী নীরজ চোপড়া

ভারতের ইতিহাসে অন্যতম সেরা অলিম্পিয়ান ট্রাক এন্ড ফিল্ড অ্যাথলিট নীরজ্ চোপড়ার জন্ম ১৯৯৭ সালের ২৪শে ডিসেম্বর হরিয়ানা রাজ্যের পানিপথ শহরের এক কৃষক পরিবারে।

মাত্র ১৯ বছর বয়সে শিবাজী স্টেডিয়ামে অনুশীলন রত নীরজ্ চোপড়া জ্যাভলিন নিক্ষেপকেই তিনি বেছে নেন নিজের পছন্দের বিভাগ হিসাবে।

২০১৩ সালে নীরজ্ চোপড়া প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ইউক্রেনে অনুষ্ঠিত বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অংশগ্রহণ করেন। ২০১৪ সালে ব্যাংককে অনুষ্ঠিত যুব অলিম্পিক যোগ্যতায় তিনি ৭০ মিটারের বেশি দুরত্বে জ্যাভলিন নিক্ষেপ করে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী হিসেবে রৌপ্য পদক লাভ করেন হিসেবে লাভ করেন যেটি তার প্রথম আন্তর্জাতিক পদক প্রাপ্তি।

২০১৬ সালের জুনিয়র বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে তিনি ৮৬.৪৮ মিটার এবং ২০১৮ সালে কমনওয়েলথ গেমসে ৮৬.৮৭ মি দুরত্বে জ্যাভলিন নিক্ষেপ করে খ্যাতির আলোয় চলে আসেন।

২০১৮ সালের জাকার্তা এশিয়ান গেমসে ৮৮.০৬ মিটার দুরত্বে জ্যাভলিন নিক্ষেপে স্বর্ণপদক জয় লাভ করেন।

সেই বছরই তিনি অর্জুন পুরস্কারে ভূষিত হন। জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজ্ চোপড়া সম্প্রতি ২০২০ সালের টোকিও অলিম্পিকে ৮৬.৬৮ মিটার জ্যাভলিন নিক্ষেপ করে ভারতের প্রথম ট্রাক এন্ড ফিল্ড অ্যাথলিট হিসেবে স্বর্ণপদক জয়লাভ করেন। ২০২১ সালে তিনি মেজর ধ্যানচাঁদ পুরস্কার এবং ২০২২ সালে তিনি ভারত সরকারের 'পদ্মশ্রী' পুরস্কারে ভূষিত হন।

নীরদ চোপড়ার টোকিও অলিম্পিকে স্বর্ণপদক বিজয় শুধু তার বিজয় নয়, আজ্ সমগ্র ১৩০ কোটি ভারতবাসীর কাছে একটা আলাদা উপলব্ধি।

সন্দীপ মন্ডল
শারীরশিক্ষা বিভাগ
পঞ্চম সেমিস্টার

অনড়হেঁ
শিখনত মে

জানাম এনাম, হারায়েনাম
সাঁওতা তালারে ।
অলঃ আকিল-তে
সরেশ কঃ মে -
সানামকো তালারে ।
গাঁওতা রেয়াঃ-
ধরম করম, লায় লাকচার,
সানাম? হামেট-মে ।
গাঁওতা রেয়াঃ-
বাড়িচ্ আঃ কো,
সানাম সাহায়-মে ।
গাঁওতারেন অবুজান-কো মখনসী,
আকিল-কাকো-মে ।
গাঁওতারেন -
সানাম হড়ঠেন,
মনদ হাতাওমে ।।

- হারাধন হেমব্রম
সাঁওতালী বিভাগ
পঞ্চম সেমিস্টার

Global Warming

Today pollution has become a matter of great concern. With the passage of time our earth is getting warm. This phenomenon is called **'Global Warming'**. Air pollution is mainly responsible for this. The gases, making the earth warm, are going up due to the increase of vehicles and industries. For using fossil fuel the amount of **CO_2** is rising and thus the air is getting more warm day by day. As a result we are suffering from lots of problems. Global warming has changed the climate. Summer season has become the leading season . The water level of the sea is also reaching to a deadly point due to the melting of ice . If it goes on , in future the civilization will be engulfed with the ghust of water . To get rid of this menace we have to decrease the use of fossil fuel as well as plant more trees .

Chaitali Gorai
3rd Sem
English Department

গুতি কড়া

সারদি সিতুং তিকিন্ বেড়া
কাডায় গুপি বার বার জোড়া।
তিরে তিরয়ৌ আর হেঁসেল পাইড়া
ইঞ মা কিসৌড় করেন গুতি কড়া।

দাঃ লোম হিজুঃ তিকিন বেড়া
মনেম বাড়িজ্ জুয়ান বেড়া।
সুয়ুড় সুয়ুড় ইঞ-মাঞ গোলা
রপড় তেমা বাং দঞ দেলা।
তাড়াম পিছে সাডে তামা বাং দঞ দেলা।
তাড়াম পিছে সাডে তাম রূপো তোড়া
ইঞ-মা কিসৌড় করেন গুতি কড়া।

বঙ্গানুবাদ -

রৌদ্র দিনের দুপুর বেলা, হাতে মুরলি আর হেঁসেল পাইড়া
নিয়ে কাড়া বাগাল করি দুই -দু খানা।
তুমি জল নিতে এসে রৌদ্র বেলা
মন খারাপ কর গরীব রাখালের যৌবন বেলা।
সুয়ুড় সুয়ুড় সিটি তো বাজায়
সামনে যেতে তো আর পারি না
চলতে চলতে বাজে তোমার রুপের তোড়া
আমি তো গরীর ঘরের গুতি কড়া।

শিবপ্রসাদ হেমব্রম
তৃতীয় বিভাগ
সাঁওতালী বিভাগ

গাছের পরিচর্চা

কাঁটায় ভরা গাছ হোক, কিমবা সবুজ কোমলতা,
সব গাছেরই মাঝেই আছে নিজস্ব বৈচিত্রতা।
কেটো না গাছ, কেটো না ডাল, ছিঁড়ো না কচি পাতা,
শিকড় ওপড়ালে জন্মভূমির, লাগে বড়ো ব্যাথা।
নীরবতা শান্তি নয় বরং ঝড়ের প্রাক্‌মুহূর্ত,
বাঁচতে গেলে জীবন পেতে করো গাছের যত্ন।

হেলাফেলা কোরো নাকো ছোটো চারাগাছের,
তারাই হবে জীবনদাতা নতুন প্রজন্মের।
বৃহদায়তন জনাবেশের খাদ্যপূরণ প্রসাধনী,
বস্ত্র কিমবা কাগজ সঞ্জীবনী, সবকিছুরি মিটবে চাহিদা
যদি বৃহদায়তন অরণ্যকে দাও বেচে থাকার দিশা।
আশেপাশের বৃক্ষচ্ছেদন রোধ করো বারে বার
মুক্ত বায়ুতে চলবে আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস।

দূর হবে ব্যাধি জরা কিমবা অকাল মৃত্যু,
যদি গাছকে রাখো বাচিয়ে, আর সবুজ প্রকৃতিকে জাগিয়ে।
জাগানো মানে কেবল বাড়ির সামনে ছোটো বাগিচা নয়,
জাগানো মানে কেবল কয়েকটা ফুলের টবের সৌন্দর্যতা নয়।
জাগানো মানে বৃহদায়তন গাছের রোপন পর্যবেক্ষণ
নিজের হাতে প্রকৃতির সামগ্রিক সৌন্দর্য পালন।

সুস্মিতা গঁরাই
পঞ্চম সেমিস্টার
ভূগোল বিভাগ

Passion

Everyone has a dream, a passion
Which they follow since their childhood.
It is different for everyone
Some are painters, few are singers.
But I love photography.

I started Photography
Because of my love for nature.
I love to take photos in nature.
The Sound of the Birds, flowing water of rivers,
Colours of the insects, butterflies
smell of flowers,
View of the morning and evening sky
Are just amazing.
Which I can not describe in words.
Photography is not about taking photos.
It's about discovering something new,
It's about preserving the memories,
It's about enjoying the way of photography.
When I an taking photos
I forgot everything and I feel relax.
When I go for Photography.
I click the moment which I see in front of my eyes.
Photography is an art.
It is the way to show your creativity.

Sanjay Karmakar
3rd Sem
English Honours

আমার প্রশ্ন

মরিলে কি হয়?
তা আছে কি জানা?
না ছায়া হয়ে থেকে যায়?
বুঝতে পারি না।
দহন করিলে শবদেহ
তা কি মিশে যায় প্রকৃতিতে !
না আমাদের আশেপাশে
ঘুরে আমাদের কাছেতে !
আছে কি জানা
না তা বলিতেও মানা
আছে কি আত্মা
না আছে প্রেত আত্মা
মিশে যায় কি বাতাসে
না ভাসিছে আকাশে
আছে কি স্বর্গ, আছে কি নরক
আছে কি পাতালপুরী
আদৌ কি তাঁরা খায়
আমাদের মতো তড়কা-কচুরী
না এ সকল মিথ্যা
ইহা আমাদের কল্পনা !
ইহায় জন্ম, ইহায় মৃত্যু
ইহায় সর্ব জগৎ
ইহার বাইরে না আছে
অন্য কোনো জগৎ ॥

কালাচাঁদ দাস
তৃতীয় সেমিস্টার

জীবনের মন্ত্র

দ্যাখো আকাশ ভরেছে আলোয়
কেটে গেছে অমানিশা
নতুন দিনের ভোর দেখাবে
নতুন জীবনের দিশা।

লক্ষ্য যদি থাকে অবিচল
কর্মে থাকে নিষ্ঠা,
আটকে দিতে পারবে না কেউ
কর্মজীবনে তোমার প্রতিষ্ঠা।

দেরী হলে হোক একটু
ভাঙতে দিওনা মনোবল।
নব উদ্যমে করলে শুরু
নিশ্চয় কার্যে হবে সফল।

সঠিকস্থানে সঠিকভাবে
খরচ করলে বুদ্ধি,
পরিশ্রম আর একাগ্রতায়
হবে সকল কার্যসিদ্ধি।

রাজেশ সাধু
দ্বিতীয় বর্ষ

অব্যক্ত ভালোবাসা

গরীব ঘরের গাইয়া মেয়ে দেখতে এত ভালো,
কী করে যে হল ওর শরীরটা এত কালো ?
ওই কালো দেহে মেয়ের রূপ আগুনের মতো লাগে,
কাছে গেলে পাছে ছ্যাঁকা আমার দেহে লাগে !

পড়তে বসে মনটা আমার ওই মেয়ের কাছে যায়,
কী করে যে কাটাই আমি সারা সকাল-সন্ধ্যায়।
স্বপ্নে মেয়ে আমায় বলে ভালোবাসি নাই,
আমার মনে তোর জন্য কোনো জায়গা নাই।

ওই মেয়ে আমায় বলে আমি যে কালো !
তাইতো তোকে আমি বাসিনি তো ভালো।
আবার মেয়ে আমায় বলে অন্য কোথাও যা,
দয়া করে অন্যমেয়ে দেখে আমায় ভুলে যা।

বিশ্বজিৎ টুডু
প্রথম সেমিস্টার
ইংরেজি বিভাগ

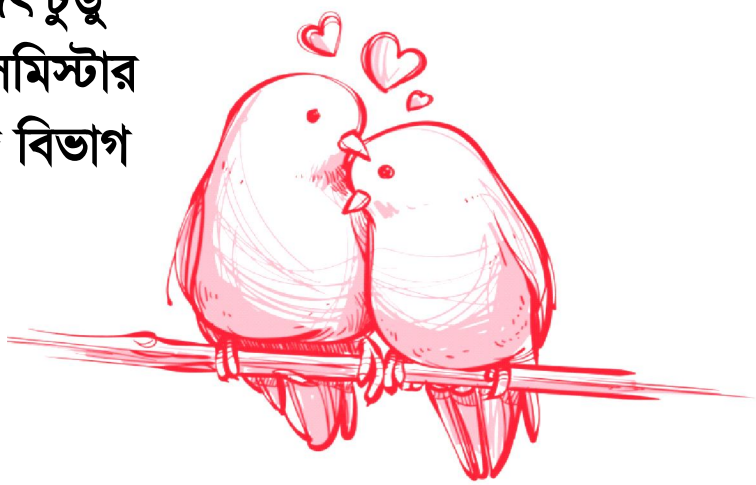

মায়ের রূপ

সামনেই পুজো। আর কয়েকদিন মাত্র তারপরেই পুজোর ছুটি পড়বে। পুজো মানেই একটা আলাদা অনুভূতি। সেই কথা ভাবতে ভাবতে আনন্দে সেদিন বাসস্ট্যান্ড থেকে হেঁটে কলেজে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটা দৃশ্য চোখে পড়ল। একটা পাগলী উল্টোদিক থেকে রুদ্ধশ্বাসে ছুটে আসছে পিছনে কতকগুলো ভদ্রলোক দেখতে মানুষটাকে তাড়া করছে । কারো হাতে লাঠি, কারোর হাতে পাথর। অনেকেই আবার পাথর ছুড়ে মারছেও। পাগলীটার অনেক জায়গায় কেটে গিয়ে রক্তও পড়ছে। দেখে মনে হচ্ছে অনেক মার খাওয়ার পর কোনো রকমে নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে পালাতে সক্ষম হয়েছে। পাগলীটার পরনে একটা ছেঁড়া, ময়লা শাড়ি। মাথার চুল জট পাকানো, তাতে আবার রং বেরঙের ফিতে বাঁধা, দেখে বোঝা যাচ্ছে যেন আজন্ম চুলে তেল, চিরুণি কিছুই পড়েনি। গলায় ঝুলছে রাজ্যের রকমারি মালা। হাত ভর্তি বিভিন্ন ধরণের চুড়ি। গায়ের চামড়া রুক্ষ, শুষ্ক কেমন খোলস ছাড়া ভাব, রঙটাও শ্যামলা। হাতে কিছুর একটা যেন প্যাকেট। ওর মুখের মধ্যে কেমন একটা ভয় ভয় ভাব, আর নিজেকে বাঁচানোর অদম্য প্রচেষ্টা ফুটে উঠেছে। কি মনে করে পাগলীটা ঘুরে দাঁড়ালো। হিংস্র হয়ে উঠল, দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে যেমনভাবে ঘুরে দাঁড়ায় ঠিক সেভাবে। হাতের কাছের যা পেল তাই ছুঁড়তে লাগলো তেড়ে আসা মানুষগুলোর দিকে। হাতের প্যাকেটটা সে কোনোভাবেই দিতে রাজি নয়। সেটা যেন তার হকের জিনিস। এটাই হয়তো মানুষের আদিম প্রবৃত্তি। যেটা বহুকাল ধরে চলে আসছে। যার জন্য মানুষজাতি আজও টিকে আছে এই পৃথিবীর বুকে। কলেজ যাবার তাড়ায়

আর সেখানে বেশিক্ষন দাঁড়ানো হয়নি। তারপর ক্লাস করে বাড়ি ফিরলাম। পুজোর ছুটি পড়ার আগে আর ওই পাগলীটা চোখে পড়েনি। ওর কথা ভুলেও গেছিলাম। পুজোর আনন্দে বেশ কাটল পুজোর ছুটিটা। পুজোর রেশ কাটতে আরও কিছুদিন লেগে গেল। তারপর আবার কলেজ যাওয়া শুরু। কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে আবার দেখলাম পাগলীটাকে। বাসস্ট্যান্ডের সামনে চা দোকানের পাশে বসেছিল, পাশে একটা ছোট্ট মেয়ে। কিসব বিড়বিড় করছে আর ছোট্ট মেয়েটির মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। কিছুটা দূরে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি। পাশে কিছু লোক নিজেদের মধ্যে কতরকমের কথা আলোচনা করছে। চা দোকানের মালিক পাগলীটাকে দেখে চেঁচাতে চেঁচাতে দোকানে ঢুকে গেল। বুঝলাম এ রোজকার ব্যাপার। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর কথা বলার টপিক পাল্টে গেল। সবাই পাগলীটাকে নিয়ে আলোচনা শুরু করলো। তাদের কথাগুলো শুনে বুঝলাম পাগলীটার নাম শ্যামলী। পাশে যে মেয়েটা আছে ওটা ওরই মেয়ে, ওর নিজের একার, তাইতো সে একা মেয়েটাকে নিয়ে বুকে চেপে রেখেছে। দিন কয়েক হলো মা মেয়ে এখানে এসেছে। আগে কোথায় ছিল কে জানে? তাদের কথা শুনে এটাও বুঝতে পারলাম সেদিনের মারটা সে চুরির অপরাধে খেয়েছিল। একটা কাপড়ের দোকানে লাল টুকটুকে ফ্রক দেখে সেটা সে চুরি করেছিল তার মেয়েকে পরাবে বলে। সামনেই পুজো ছিল যে, সে পাগলী হতে পারে তবুও সে যে মা। মায়ের মমত্ববোধ যে তার মধ্যেও রয়েছে। ছোট্ট মেয়েটার গায়ে লালফ্রকটা বিদ্যমান, তা দেখে বুঝলাম মা হওয়ার লড়াইয়ে সে জয়লাভ করেছিল। পাগলীটার দিকে তাকালাম। পরমস্নেহে তার মেয়েকে আদর করে ঘুম পাড়াচ্ছে। তার সেদিনের শরীরের ক্ষতগুলো যেন তুচ্ছ মনে হলো

ওই মায়ের মমতার কাছে। মুখে মমত্বের ছায়া, দুচোখে স্নেহের দৃষ্টি, ঠোঁটের মধ্যে বিশ্বজয়ীর হাসি। সেদিনের হিংস্রভাব আজ মমতাময়ী মায়ের রূপ ধারণ করেছে। যেমনটা জগৎ জননী দশভূজার প্রতিমায় দেখেছিলাম পুজোর কটাদিন। প্রতিদিন মায়ের মুখে যেমন স্নেহের ছায়া দেখতে পাই তেমন। তার মুখেও তেমন একটা ছায়া দেখলাম। মায়েরা এমনই হয়। এরমধ্যেই আমার বাস এসে গেল। আমিও উঠে পড়লাম আমার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। এক আশ্চর্য্য অনুভূতি আর একটি অসাধারণ দৃশ্যের স্মৃতি সধো নিয়ে। এরপর কলেজ যাওয়া আসার পথে রোজ দেখা হতো তার সাথে, আমি আমার সাধ্য মতো তাকে কিছু খাবার কিনে দিতাম। সেই বাসস্ট্যান্ডের কাছেই বসে থাকতো পাগলীটা, শরীর অসুস্থ থাকায় কিছুদিন কলেজ যাওয়া হয়নি। পাগলীটার সঙ্গে দেখাও হয়নি। এরমধ্যে সে নাকি চলে গেছে। সেখানের লোকজন কেউ নাকি তাকে যেতে দেখেনি। তারা বলে পাগলীর আবার নির্দিষ্ট কোনো স্থান হয় নাকি? এমনি একদিন কোথা হতে এসেছিল আবার চলেও গেছে। সেদিন ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। সবাই ওকে পাগলী বললেও আমি তার মধ্যে যে মায়ের রূপ দেখেছিলাম তা যে কোনোদিনও ভুলবো না। সেই স্মৃতি যে ভোলার নয়।

সুস্মিতা মন্ডল
তৃতীয় সেমিস্টার
বাংলা বিভাগ

ঃঃ স্মৃতিমন্থন ঃঃ

ঃঃ স্মৃতিমন্থন ঃঃ

Samsung Triple Camera
Shot by Monsoon India

SALTORA NETAJI CENTENARY COLLEGE
সংবর্ধন ও বসন্ত উৎসব
১৬ ও ১৭ মার্চ ২০২২

International Women's Day
Samsung Triple Camera

ঃঃ স্মৃতিমন্থন ঃঃ

বিশেষ ঘোষণা -

'সুভাষিত ২০২২' ছাপার হরফে প্রকাশিত হবে শিগগিরই। শালতোড়া নেতাজি সেন্টেনারি কলেজের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী এবং পরিচালন সমিতির সভ্যকে আগামী ৩০.১০.২০২২ এর মধ্যে গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ-রম্য রচনা-একাঙ্ক নাটক বা যে কোন মননশীল রচনা জমা দিতে অনুরোধ জানাই। স্টাফরুমে রাখা নির্ধারিত ফাইলে সকলে লেখা জমা করুন।

শুভ শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা ।

- শালতোড়া নেতাজী সেন্টিনারি কলেজ ॥

http://www.saltoranccollege.org/

https://goo.gl/maps/JtFVo47xhdW6qyRm7

Graphics Designer - Anubhav (8637073588)